शिका अध्याद २००२



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

Message

विद्याय त्का फुशव

সবার জন্য মানসন্মত শিক্ষা ছাড়া বিকল্প নাই।







ডিজাইন ও অঙ্গসজ্জা ঃ রংধনু এ্যাডর্ভাটাইজার্স



Statement for the EFA week 22-26 April, 2002

The Millennium Development Goals provide us with an expanded vision of development, one that vigorously promotes human development as the key to sustaining social and economic progress. One of the prime goals is to ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. Bangladesh is far ahead of many other developing countries and has recorded substantial progress in education. Almost as many girls are now enrolled as boys in primary and secondary schools. Bangladesh's efforts and success in girls'education have been commended all over the world.

Despite this progress,' much remains to be done to reach the goals enunciated by the World Conference on Education for All at Jomtien, Thailand in 1990 and reaffirmed by the World Education Forum at Dakar, Senegal in April 2000. Still, a considerable number of children in Bangladesh never go to school. Girls' education will continue to remain crucial for sustaining achievements in poverty improvement of the quality of education.

The World Bank has long been a partner of Bangladesh in its efforts to achieve the goal of education of the EFA week a great success.

Frederick T. Temple

Country Director, The World Bank 3A Paribagh, Dhaka-1000



UNFPA United Nations Population Fund

We are very much happy to learn that Education for All (EFA) Week (22-26 April) 2002 is being observed in Bangladesh under the leadership of Bangladesh government. This reflects the implementation of Dakar Strategies for EFA, where the first strategy describes the strong national political commitment of EFA.

Being one of the EFA partners globally, UNFPA has its particular role in accordance with the Dakar Framework for Action - 'EFA in reproductive health programmes' along with 'policy development' role with other stakeholders.

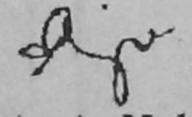
At this point, I would recall the ICPD Programme of Action (PoA) adopted in Cairo in 1994, which clearly states the pivotal role of education in empowering women and ensuring that they can attain a quality of life that enables them to enjoy their rights. The PoA clearly spells out that the reduction of fertility, morbidity and mortality and the

empowerment of women are largely assisted by progress in education. The PoA also underlines the importance of young people having access to education and information on reproductive health through different media We owe this to our young people if we expect them to make positive and responsible personal and behavioural choices in adolescence and in adulthood.

At the onset of this EFA week 2002, I would like to reiterate about the EFA in the broader context. This sets education in the context of sustainable human development - stating that education is key and should take place in the broader context of development planning. Besides, two of the Millennium Declaration goals for development and poverty eradication relate to education: that is achieving universal completion of primary schooling and achieving gender equality in access to education by 2015. This is vital in particular to helping girls to progress in adulthood, marry later and delay the birth of the first child.

As regards to the immediate target and timeline of Dakar Framework of Action for eliminating gender disparities in primary and secondary education by 2005, UNFPA Bangladesh has been assisting Ministry of Education and Primary and Mass Education Division by undertaking population and family life education projects through NCTB and DNFE under it's 5th Country Programme Cycle.

UNFPA wishes the EFA week 2002 a success and feels proud to be a partner of this endeavour. Let us join hands and commit ourselves to do all we can to increase access to education, especially for girls and improve the quality of education in Bangladesh.



Suneeta Mukherjee UNFPA Representative in Bangladesh

সবার জন্য শিক্ষা (পর্ববর্তী পাতার পর)

জমতিয়েন ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (১৯৯১-২০০০) অনুসরণ করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রথম প্রজন্ম শিক্ষার্থী ৩-৫ বছর বয়সী। তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তৃতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাঞ্ছনীয়। ১৯৯৮ সালে ৩-৫ বছর বয়সী শিতদের সংখ্যা ছিলো আনুমানিক ১ কোটি ১৫ লক্ষ এদের মধ্যে শতকরা ২২,৪ ভাগ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত রিভিন্ন विमानस ভর্তি হয়েছিল। ১৯৯১-৯৮ সময় মেয়াদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২,৩২ লক্ষ, যার মধ্যে শতকরা ৫২,২ ভাগ শিক্ষার্থীর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা ছিল। (সূত্র : দি ইয়ার ২০০০ এসেসমেন্ট : বাংলাদেশ কান্তি রিপোর্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ভিলেম্বর ১৯৯৯, ঢাকা)।

১৯৯৮ সালে ৬-১০ বছর বয়সী শিতর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ, যার মধ্যে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ শিত প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। তাতে ভর্তির মোট বা গ্রস হার দাভায় শতকরা ৯৬.৫ ভাগ। এই হার ১৯৯৫ সালে ছিল শতকরা ১২ ভাগ। এমতাবস্থায়, বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম '২০১৫ অবশ্য এখানে একটি কথা থেকে যায়, সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' নামক

ক্ষেত্রেও 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির সাফল্য উল্লেখযোগ্য। যেমন : হিসাব করা रसिष्टिला य, २००० সाल ১৫-८৫ বছর বয়সের কিশোর-বয়স্কদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ কোটি। তার মধ্যে বয়ঙ্ক শিক্ষার অধীনে শিক্ষা দানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে তিন কোটি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১ কোটি ৮ লক্ষ কিশোর ও বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা দান সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ অর্জিত শিক্ষার হার শতকরা ৩০.৭৫ ভাগ। অন্য এক সামগ্রিক হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা, उेेेे अनुष्ठानिक शिका প্रভৃতি मिलिए। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ ভাগ। সুতরাং বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক, উপানুষ্ঠানিক ও বয়ঙ্ক শিক্ষায় সাফল্য সন্তোষজনক।

জমতিয়েন সম্মেলনে (মার্চ ১৯৯০) গৃহীত '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয় বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে (ডাকার এপ্রিল, ২০০০) দেখা যায়, বাংলাদেশের মতো কোন কোন দেশের সাফল্য উল্লেখযোগ্য হলেও অপরাপর কতিপয় দেশের 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশে শিতর জন্ম তারিখ সাধারণত 'ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক' প্রণয়ন করে। কোন সরকারী দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না বাংলাদেশ সরকার ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক এবং ৫-৮ বছর বয়সের শিতরা প্রথম অধীন ছয়টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমত শ্রেণীতে ভর্তি হয়। যদি কেবল মাত্র ৬ হয়েছে। অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মসূচি হলো: (১) বছর বয়সী শিতর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির অল্প বয়সী (৩-৫ বছর) শিত বিশেষ করে হার হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে অসুবিধাজনক/প্রতিকৃল পরিস্থিতিতে

ভর্তি সংখ্যা ৫০৯৬০০ জন। অর্থাৎ এ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা অংশীদারিত্ব এবং জবাবদিহিতামূলক ক্ষেত্রে সাফল্যের মাত্রা শতকরা ৬৩.৭ গ্রহণ; (৩) জীবন যাপনের লক্ষ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগোপযোগী উপযুক্ত শিক্ষা বয়ঙ্কদের মৌলিক শিক্ষা দানের লাভের জন্য সকল তরুণ ও বয়স্ক ব্যক্তির জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার নিশ্চয়তা विधान: (8) २०১৫ সালের মধ্যে বয়ঙ্ক শিক্ষার মান শতকরা ৫০ ভাগ উন্নীতকরণ, বিশেষ করে মহিলাসহ সকল বয়ঙ্ক ব্যক্তির জন্য মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং মৌলিক শিক্ষার পর্যায় হতে উনুততর মানের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ; (৫) ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে नात्री-शुक्रासत मार्या विमामान देवसमा বিদ্রণ এবং মেয়েদের উনুত মানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ও শিক্ষা অর্জনের প্রতি বিশেষ তৎপরতাসহ ২০১৫ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের শিক্ষার সমতা অর্জনে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (৬) মানসমত শিক্ষার नकल क्लाज डिन्यून धवः नर्वकाज প্রকৃষ্টতার নিশ্বয়তা এমনভাবে বিধান করতে হবে যাতে সাক্ষরতা, গণনা এবং জীবন যাপনের মৌলিক নৈপণ্যসহ স্বীকৃত ও পরিমাপযোগ্য শিখন অর্জন সম্ভব হয়।

ডাকার ফ্রেমওয়ার্কের অধীন স্থিরকৃত लका वर्जनत अरम्राज्य वाश्नारम সরকার ডাকার শিক্ষা ফোরামকে আশ্বাস দিয়েছে যে, (১) সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্ত রাজনৈতিক ওয়াদা আদায় করবে, ভাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করবে এবং মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরান্দ বৃদ্ধি করবে; (২) দারিদ্য বিমোচন এবং উনুয়ন কৌশলের সঙ্গে দৃষ্টিগোচর সম্পুক্তা সৃষ্টির মাধামে সুসমন্তিত শিক্ষা খাতের কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত এবং সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি প্রথম শ্রেণীতে নীট ভর্তির হার শতকরা নিপতিত শিতদের শিক্ষা ও পরিচর্যার জন্য অব্যাহত রাখার বিধান সম্বলিত নীতিমালা উন্নত ও বিস্তৃত কর্মসূচি বাস্তবায়ন; (২) প্রণয়ন করবে; (৩) শিক্ষার উনুয়নকল্পে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯১ বালিকা, অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে গৃহীতব্য কৌশলমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সালের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৬-১৪ বছর বসবাসরত শিশু এবং সংখ্যালঘু উপজাতি পরিবীক্ষণকালে সুশীল সমাজের নিয়োগ ও বয়সাঁ শিত-কিশোরের ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা শিতসহ সকল শ্রেণীর শিতর জন্য ২০১৫ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে; (৪) শিক্ষা

পদ্ধতি প্রবর্তন করবে; (৫) সংঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অস্থিরতায় ক্লিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এমন এক শিক্ষা উনুয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করবে. যাতে পারম্পরিক সমঝোতা, শান্তি ও সহিষ্ণুতা বর্ধনের মাধ্যমে সংঘাত ও সংঘর্ষ নিরোধ সহায়ক হয়; (৬) শিক্ষা ক্ষেত্রে नाती-পुরুষের মধ্যে সমতা বিধানের উপযোগী সমন্তিত বাস্তবায়ন কৌশল এমনভাবে প্রণয়ন করবে যাতে দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং ব্যবহার বিধির প্রতিফলন घटेरवः (१) এইচআইভি/ এইড্স মহামারী প্রতিরোধকল্পে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ত্রিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; (৮) শিখনের প্রকৃষ্টতা এবং স্পষ্টভাবে বর্ণিত শিক্ষার মান অর্জনে সকলের জন্য সহায়ক নিরাপদ স্বাস্থ্যকর সামুদয়িক সুষম সম্পদ পরিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করবে; (৯) শিক্ষক মন্তলীর মর্যাদা মনোবল ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে; (১০) সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক নতুন তথ্য ও यागायाग श्रयुक्ति श्रागा कत्रत्वः (১১) জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য ও কৌশল অর্জনের অগ্রগতি প্রণালীবদ্ধভাবে পরিবীক্ষণ করবে এবং (১২) সবার জন্য শিক্ষার অগ্রগতি তুরান্তি করার লক্ষ্যে বর্তমান বাস্তবায়ন পদ্ধতি উৎকর্ষ সাধন

ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অধীনে ২০১৫ সালের সময় মেয়াদে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি প্রণয়ন একটি আয়াসসাধ্য প্রয়াস। প্রথমত: ২০০১-২০১৫ সময়কালীন কর্মসূচি এক ধরনের একটি প্রেক্ষিত কর্মসূচি, যার অভিক্ষেপণ তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপত। এ কারণে এ প্রেক্ষিত কর্মসূচির জন্য বিনিয়োগ মূলধন পরিমাণ নির্ধারণ কেবলমাত্র ইঙ্গিতবহ, যদিও প্রয়োজন অভিক্ষেপণ কষ্টসাধ্য নহে। নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮ লক্ষ; কিন্তু অর্জিত সালের মধ্যে উন্নতমানের অবৈতনিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সক্রিয় তৃতীয়ত:, ডাকার ফ্রেমণ্ডয়ার্কের লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪২ লক্ষ অর্থাৎ ইত্যাদি।

অর্জন এবং লক্ষ্য অর্জন নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথা সহজলভা নহে এবং সে কারণে বর্তমান পর্যায়ে গহীত পরিকল্পনা ইঙ্গিতবহ মাত্র। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং অন্যান্য বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো) ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অধীন সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি নির্মাণে উপাত্ত সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণা পরিচালনা এবং প্রকাশিত সূত্র হতে মাল-মসলা সংগ্রহ করে যাচ্ছে। বস্তুত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ইতিমধ্যে একটি প্রাথমিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া কাঠামো তৈরী করেছে।

অল্প বয়সী (৩-৫ বছর) শিত, বিশেষ করে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত শিতদের শিক্ষা ব্যবস্থার উনুয়ন ও বিস্তার সাধন বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। দেখা যায়, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী, কিন্ডার গার্টেন শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে প্লে-ক্রন্প এবং নার্সারী, বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রিপারেটরী - স্কুল, এতিমখানা/শিত পল্লীসমূহের বিশেষ শিক্ষা, ডে-কেয়ার সেন্টার, শিত একাডেমীর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, মক্তব, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, উপজাতীদের পাড়া কেন্দ্র (সাঁতাল) কুলে সব মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ শিতর জন্য এ যাবত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০০২-২০১৫ সাল ব্যাপী সময় মেয়াদে ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, পিটিআইসমূহে সবার জন্য শিক্ষার থসড়া কর্মপরিকল্পনা আধুনিক সুবিধা সৃষ্টি, বিষয় ভিত্তিক অনুযায়ী ২০০৫ সালের মধ্যে ৩-৫ বছর প্রশিক্ষণের জন্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টার বয়সী শিতদের মধ্য হতে প্রায় ২৪ লক্ষ, প্রতিষ্ঠা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা

সাকূল্যে প্রায় ৯৫ লক্ষ শিন্তর শিক্ষা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হবে। এতে সাড়ে ১২ বছরে ব্যয় হবে প্রায় ৫২১৯ কোটি টাকা। শিতদের মঙ্গল সাধন ও শিক্ষার কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, পারিবারিক যতু, আনুষ্ঠানিক শিন্ত শ্রেণী প্রবর্তন, বিশেষ পাঠক্রম প্রস্তুত, নতুন শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন, শ্ৰেণী কক্ষের মান উনুয়ন, শिक्षकरमत विरमस প्रশिक्षण मान, এনজিওদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং

পুনর্গঠন এমনভাবে সমাপণ করা হবে যাতে বালিকাসহ ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ এমনভাবে শিশু, বিশেষ করে অসুবিধাজনক অবস্থায় বিন্যাস করা হয়েছে যাতে ৮-১৪ বছর নিপতিত ও উপজাতি সংখ্যালঘু শিতদের বয়সী শ্রমজীবী শিত এবং সার্বিক সাক্ষরতা শিক্ষা সুযোগ সার্বজনীন হয়, বালক- আন্দোলন (নিরক্ষরতা মুক্ত জেলা) বালিকাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি না হয়, আওতায় ১১-৪৫ বছর বয়সী নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ এবং কিশোর/যুব/প্রাপ্ত বয়ঙ্ক ব্যক্তি শিক্ষা লাভ প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়ার ব্যবস্থা হয় এবং বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকল শিতকে উচ্চমানের শিক্ষা দান সম্ভব হয়। এ সময়ে ৬-১০ বছর বয়সী প্রায় ৮ কোটি ৪ লক ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রায় ৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ছেলে-মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করবে। এর জন্য ১৩ বছরে ব্যয় হবে প্রায় ২৫১০৭ কোটি টাকা। এ কর্মপরিকল্পনাভুক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে থাকবে নতুন করে স্কুল জরীপ পরিচালনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, নতুন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণ দান এবং সে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ २०১० সালের মধ্যে প্রায় ২৯ লক্ষ এবং একাডেমীর সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি

হবে : আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্বল্প ব্যয়ে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণে জীবনমুখী মানসমত মৌলিক শিক্ষা দান। এ কর্মসূচির আওতায় থাকবে ৮-১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোর এবং ১৫-৪৫ বছর বয়সী যুব/বয়ঙ্ক ব্যক্তি। ২০০০-২০১৫ সাল পর্যন্ত এ বয়সের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে ২০০০ সালে ৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৩০ একযোগে কর্মপরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ হাজার, ২০০৫ সালে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার, ২০১০ সালে ২ কোটি ১৯ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ ৪৪ হাজার এবং ২০১৫ সালে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ২৯ হাজার। উপানুষ্ঠানিক

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অধীনে ২০১৫ সালের মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ কিশোর/যুব/প্রাপ্ত বয়ন্ত ব্যক্তিকে শিক্ষা দানের জন্য আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে এনজিওদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে ব্যয় ভাগাভাগি করা, সাক্ষরতা অভিযানের অংশ হিসাবে সুশীল সমাজকে সম্পুক্ত করা, এনজিওদের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তাদান, প্রান্তিক যোগ্যতার সমমান নির্ধারণ, সরকারের আনুষ্ঠানিক পাঠক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপানুষ্ঠানিক পাঠক্রম প্রণয়ন, শিক্ষার গুণণতমান বৃদ্ধি, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা, সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দীবা সাক্ষরকে প্রশিক্ষিত ও প্রদীপ্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে ভোলা এবং সকল সাক্ষরতা কর্মসূচির মধ্যে সমন্ত্যু সাধনের লক্ষ্যে

আপাতদ্যিতে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচিকে উচ্চাভিলাষী বলে মনে হলেও সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারলে এ কর্মসূচির অভিষ্ট্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।

United Nations Children's Fund



Bangladesh Country Office 22 April 2002

Message from Morten Giersing, UNICEF Representative in Bangladesh

UNICEF is pleased to join the Government of Bangladesh in the observance of International Education for All (EFA) Week which offers an opportunity to reaffirm commitments to ensure access, quality and address equity issues in the education system in

Bangladesh. A major goal of our cooperation is to enable all children to have equal opportunity to go to school, stay in school, and have a meaningful education.

The World Summit for Children in 1990 gave priority to primary education and reinforced UNICEF's role as one of the major global actors for quality education for all children. At the World Education Forum 2000 the United Nations Secretary General announced the UN Girls' Education Initiative, placing girls' education at the centre of the Education for All goal. As the lead agency for this initiative, Girls' Education features as a key priority in UNICEF's Medium Term Strategic Plan.

UNICEF sees itself as a key EFA partner at national, regional and global levels. Investment in education is essential if the human capital of each nation is to attain its potential. In Bangladesh, we have been providing technical and financial support to increase enrolment, ensure quality education and help learning opportunities for working children.

I wish the 'Education for All' Week great success and hope it will help every child in Bangladesh to access quality education: Educate Every Child!

> Morten Giersing Representative UNICEF Bangladesh

Message from the Director-General of UNESCO to the Prime Minister of Bangladesh on the occasion of the launch of EFA Week 22-26 April, 2002

Two years ago this week, your country was among the 164 nations participating in the World Education Forum in Dakar, Senegal, who pledged to make education for all a reality by 2015. We are gratified to learn that Bangladesh is celebrating this event. It is significant that you, Prime Minister, are leading these celebrations, thereby placing your clear support behind the efforts to promote everyone's right to education.

Time and time again, Bangladesh has demonstrated that real strides are made when support from the highest political level is forthcoming. Your participation in the Nine High-Population Countries (E-9) Initiative is a case in point. Bangladesh, indeed, has demonstrated an exemplary commitment to the cause of EFA. Struggling against heavy odds, you have led the way in a number of spheres. These include the consistent promotion of non-formal approaches, serious efforts to narrow the gender gap, the use of the mother tongue at the primary level, food-for-education schemes and partnerships with non-governmental organizations.

We commend you on your impressive programme for Education for All Week and the broad and diverse range of activities that have been planned. We are convinced that the way forward requires not only enhanced educational delivery but also the strengthening of the demand for education.

We hope that Education for All Week will serve to spread the EFA message far and wide throughout the world. It is a message that must reach not only those in government who are responsible for decisions and policies affecting education but also the population at large whose rights and interests are at stake in the enhancement of educational access and quality.

I wish you a very successful EFA Week.

Koichiro Matsuura জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কাউন্সিল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় গঠন ইত্যাদি কর্মপরিকল্পনা ২০০২-২০১৫ এর উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি উনুয়ন এবং শিক্ষার গুণগত मानउनुसनकत्व পाठेकस्मत भूनर्विनाम. পাঠাপুত্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, বিতরণ-পদ্ধতি উনুয়ন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উনুয়ন, विमान्य वावञ्चाननाय श्रानीय नर्यास অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ, সামাজিক উদুদ্ধকরণ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার। কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে মদ্রাসা শিক্ষাসহ সকল প্রকার প্রাথমিক শিক্ষা তথা সমশিক্ষার আওতায় আনয়ন প্রভৃতি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০২-২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জাতীয় শিক্ষা কর্মপরিকল্পনা ২০০২-

२०३৫ এর अधीरन ३৫-२८ এবং २৫-८৫। বছর বয়সের বয়ন্ধ নিরক্ষর ব্যক্তিদের পঠন লিখন শিখন এমন পর্যায়ে উন্নীত করা যাতে এই জনগোষ্ঠী তাঁদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশে সমর্থ হন এবং তারা জীবন যাপনের উপযোগী কারিগরী শিক্ষা ও প্রায়োগিক নৈপুণ্য অর্জনে সমর্থ হন। ২০০০ সালে এ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ কোটি ৪৭ হাজার; ২০১৫ সালে এ সংখ্যা হবে আনুমানিক ১১ কোটি ৭২ লক্ষ। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে। ২০০৫ সালে এ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৩ ভাগ, ২০১০ সালে শতকরা ৮২ ভাগ এবং ২০১৫ সালে শতকরা ৯০ ভাগ প্রদীপ্ত নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এর জना जानुमानिक वास श्रव २२०० काणि

🔾 সমাপ্ত 🔾